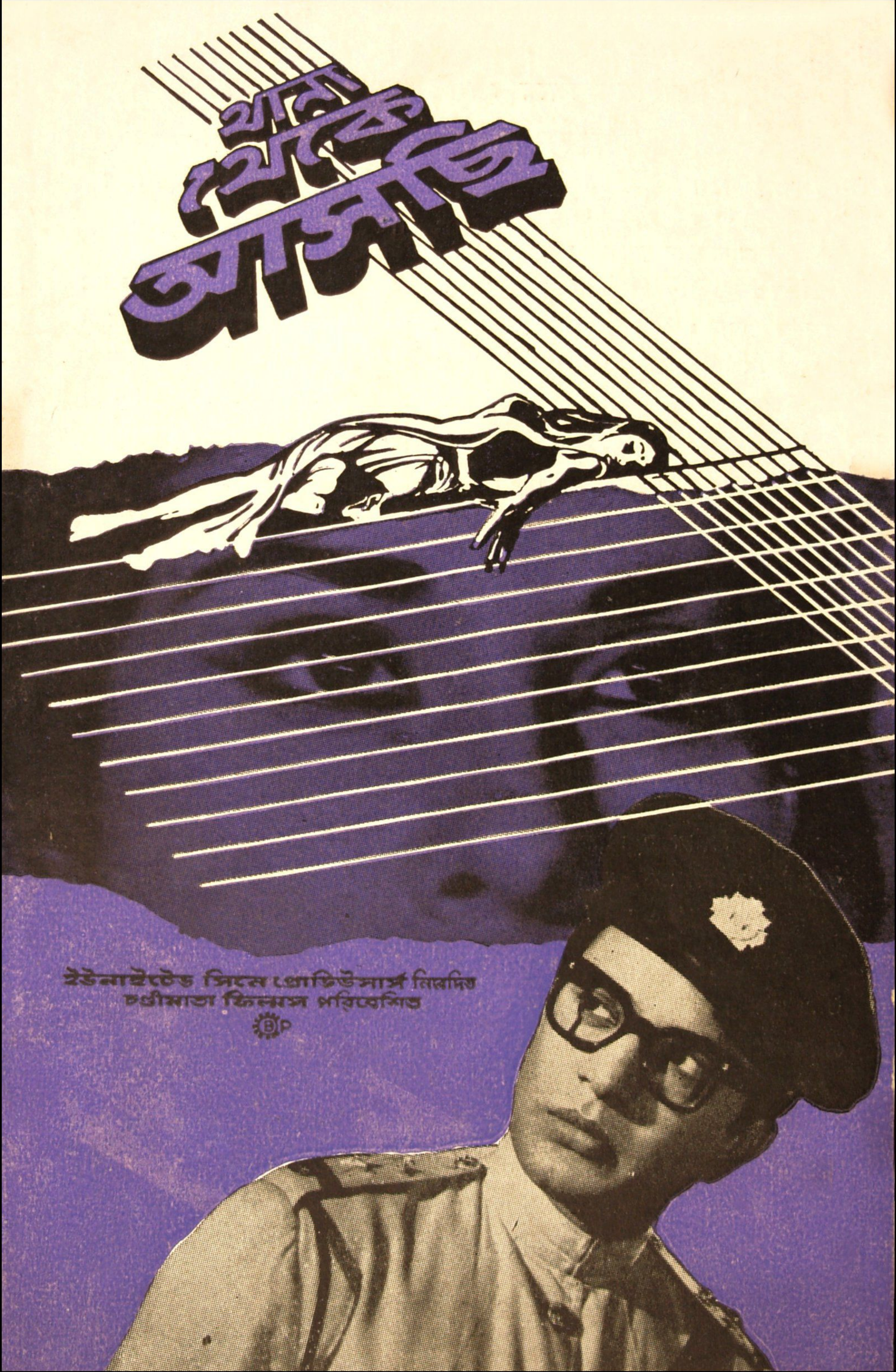
থানা থেকে আসছি
ইউনাইটেড সিনে প্রোডিউসার্স নিবেদিত
চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত

ইউনাইটেড সিনে প্রোডিউসার্স'র নিবেদন

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
হীরেন নাগ

থানা থেকে আসছি

সুর-সংযোজনা
তিমিরবরণ

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নাটক অবলম্বনে

শিল্পনির্দেশনা : কাত্তিক বসু

প্রযোজনা-তত্ত্বাবধান : হেমেন মিত্র, তাপস সাহা ও রতন চক্রবর্ত্তী

চিত্রশিল্প : কানাই দে ॥ শব্দগ্রহণ : অতুল চট্টোপাধ্যায় ॥ সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ চিত্র পরিস্ফুটন : আর. বি. মেহতা ॥ রূপসজ্জা : প্রাণানন্দ গোস্বামী ব্যবস্থাপনা : বাসু ব্যানার্জ্জি ॥ সাজসজ্জা : দাশরথি দাস, বিশ্বনাথ দাস ॥ প্রচার পরিচালনা ফণীন্দ্র পাল ॥ প্রচার শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি ॥ স্থিরচিত্র : এড্‌না লরেঞ্জ ॥ কণ্ঠ সঙ্গীত : ইলা বসু

পরিচয়-পত্র : শ্রীশঃ।

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

পরিচালনা : স্বদেশ সরকার, নরেশ রায় ॥ সুরসংযোজনা : অলোক নাথ দে, ইন্দ্রনীল চিত্রশিল্পে : মধু ভট্টাচার্য্য, শক্তি ব্যানার্জ্জী ॥ শব্দগ্রহণে : রথীন ঘোষ, বীরেন নস্কর ॥ সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা : জ্যোতি চ্যাটার্জ্জি, ইডাল, ভোলা সরকার, পাঁচুগোপাল ঘোষ সম্পাদনায় : রবীন সেন ॥ শিল্প-নির্দেশনায় : মজিদ, রহমন, হেম দাস ॥ চিত্রপরিস্ফুটনায় : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী ॥ রূপসজ্জায় : পরেশ দাস ॥ ব্যবস্থাপনায় : অনিল মণ্ডল, রমণী দাস ॥ আলোক-সম্পাতে : শম্ভু ব্যানার্জ্জী, নিতাই শীল, শৈলেন দত্ত, জগু সিং, হরিপদ হাইত ॥ সাজসজ্জা : কানাই দাস।

॥ রূপায়ণে ॥

উত্তমকুমার, দিলীপ মুখার্জ্জী, কমল মিত্র, ছায়া দেবী, প্রশান্তকুমার, অঞ্জনা ভৌমিক, জহর রায়, বীরেশ্বর সেন, ধীরাজ দাস, অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য, স্বদেশ সরকার, খগেন পাঠক, ভানু ঘোষ, অমর বিশ্বাস ও মাধবী মুখার্জ্জী।

॥ কৃতজ্ঞতা-স্বীকার ॥

উওম্যান কোঅপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল হোম ॥ উদয়ভিলা ॥ বেঙ্গল ষ্টোর্স ॥ নিউ ওয়েষ্ট বেঙ্গল ওয়েলফেয়ার বোর্ড ॥ কে-পি রেস্তোরাঁ ॥ কমল ঘোষ ॥ শুভেন্দু বোস, জে, পি ॥ বিশ্বনাথ ঘোষ (পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ-কংগ্রেস)।

ষ্টুডিও সাপ্লাই কোঅপারেটিভ সোসাইটি ও ক্যালকাটা মুভীটোন ষ্টুডিও-এ আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ॥ ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত এবং ওয়েষ্ট্রেক্স শব্দযন্ত্রে সংগীতাংশ গৃহীত ও পুনর্যোজিত।

একমাত্র পরিবেশক : **চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ প্রাঃ লিঃ।**

কিরণ প্রিণ্টার্স, হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।

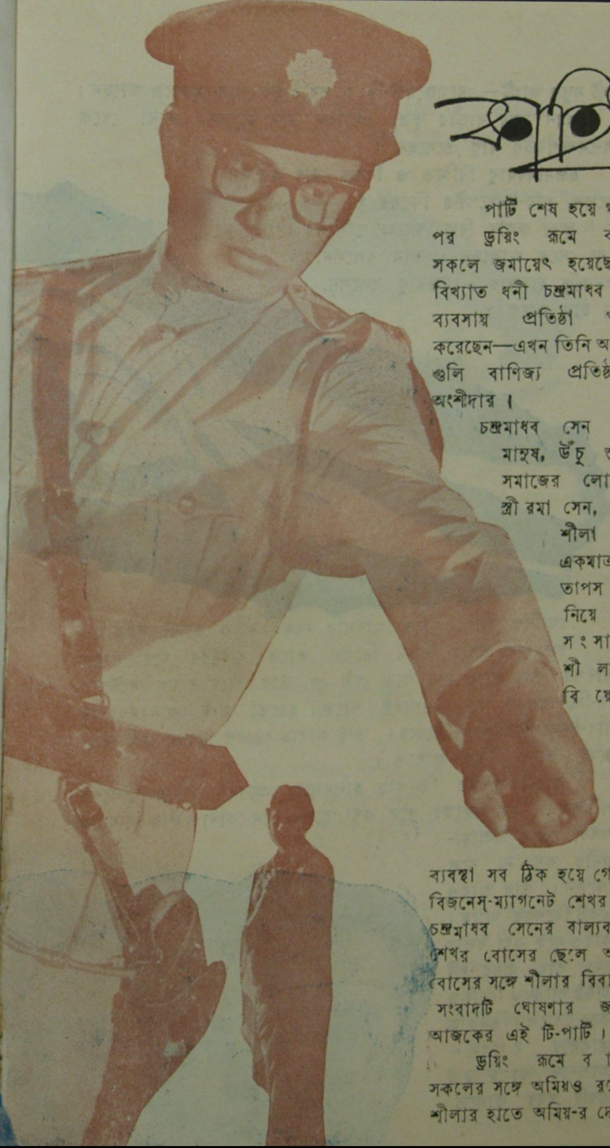

কাহিনী

পার্টি শেষ হয়ে যাবার পর ড্রয়িং রুমে বাড়ীর সকলে জমায়েৎ হয়েছেন। বিখ্যাত ধনী চন্দ্রমাধব সেন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছেন—এখন তিনি অনেক-গুলি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের অংশীদার।

চন্দ্রমাধব সেন কৃতি মানুষ, উঁচু স্তরের সমাজের লোক। স্ত্রী রমা সেন, কন্যা শীলা ও একমাত্র পুত্র তাপস এই নিয়ে এই সংসার। শীলার বিয়ের ব্যবস্থা সব ঠিক হয়ে গেছে। বিজনেস্-ম্যাগনেট শেখর বসু চন্দ্রমাধব সেনের বাল্যবন্ধু। শেখর বোসের ছেলে অমিয় বোসের সঙ্গে শীলার বিবাহের সংবাদটি ঘোষণার জন্যেই আজকের এই টি-পার্টি।

ড্রয়িং রুমে বাড়ীর সকলের সঙ্গে অমিয়ও রয়েছে শীলার হাতে অমিয়-র দেওয়া

একটি নতুন আংটি—এন্‌গেজমেন্ট-রিং। সবাই খুব খোস-মেজাজে আছেন।

এমন সময় বাড়ীর ভৃত্য গোবিন্দ এসে জানাল, থানা থেকে সাব-নেসপেকটর বাবু এসেছেন।

চন্দ্রমাধববাবু বিস্মিত ও বিরক্ত বোধ করলেন। বললেন, সাব-ইনস্‌পেক্টর কিসের ?

ভৃত্য জবাব দিল, আজ্ঞে পুলিশের। পদ্মপুকুর থানা থেকে আসছেন। নাম বললেন, তিনকড়ি হালদার। চন্দ্রবাবু বললেন, তা চায় কাকে ?

গোবিন্দ বলল, আজ্ঞে আপনার সঙ্গেই নাকি জরুরী দরকার।

চন্দ্রমাধব প্রথমে হুকুম দিলেন তাকে বাইরের ঘরে বসতে তারপর তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে, তাঁর ভাগ্নে রমেশ সাউথের ডি-সি, পদ্মপুকুর থানার ওপরেই থাকে। হয়তো সে-ই কোন দরকারে সাব-ইনস্‌পেক্টরটিকে পাঠিয়েছে। তাই আবার আদেশ দিলেন এই ড্রয়িং রুমেই তাকে নিয়ে আসতে।

সাব-ইনস্‌পেক্টর তিনকড়ি হালদারের প্রবেশ। পরণে পুলিশের পরিচ্ছদ। খুব গুরুত্বের সঙ্গে কথা বলেন, যেন কোথাও ফাঁক না থাকে অথবা কোন অপ্রয়োজনীয় কথা না বলে ফেলেন। তাঁর আরও একটি বিশেষত্ব আছে। কারও সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর প্রখর দৃষ্টি উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বিচলিত করে তোলে। তিনকড়ি হালদার বললেন আপনার কাছে দুই একটি খবর জানতে

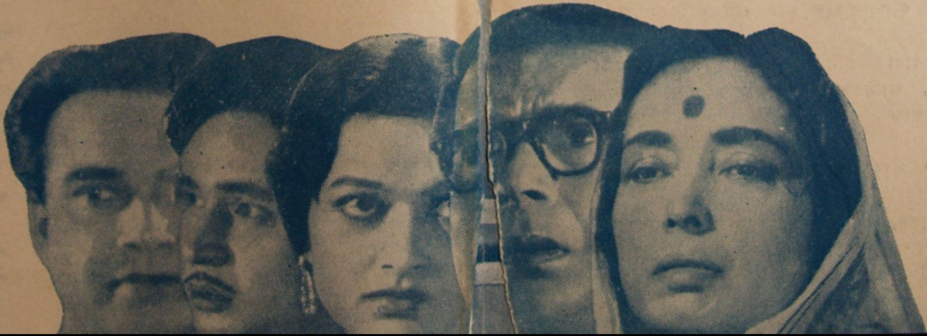

এসেছি। আজ বিকেলে হাসপাতালে একটি মেয়ে কার্বলিক এসিড খেয়ে মারা গেছে। হস্‌পিটালে তাকে সঙ্গে সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু কিছুতেই বাঁচল না।

চন্দ্রমাধব বললেন, কিন্তু আমার সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক কি ?

চন্দ্রমাধব সেন বললেন, মেয়েটি যেখানে থাকত সেখানে আমি গিয়েছিলাম। তার একটি চিঠি আর ডায়েরী আমি পেয়েছি। জানেন তো, অবিভাবকহীন অবস্থায় বিপদে-আপদে পড়লে মেয়েরা অনেক সময় অন্য নাম নেয়—এই মেয়েটিও নিয়েছিল। আমি অবশ্য তার আসল নামটা ডায়েরী থেকে বার করেছি—সন্ধ্যা চক্রবর্ত্তী···

চন্দ্রমাধববাবু বললেন, নামটা যেন কি রকম শোনা শোনা মনে হচ্ছে—কোথায় যেন শুনেছি। কিন্তু এ সবের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি ?

তিনকড়ি হালদার বললেন, আপনাদেরই একটা কনসার্ণ—দয়াময়ী কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান, মেয়েটি যেখানে একসময় কাজ করত। আমি মেয়েটির বাসা থেকে একটি ছবিও যোগাড় করেছি—আপনি হয়তো তার ছবিটা দেখলে চিনতে পারবেন।

তিনকড়ি হালদার একটি পোষ্টকার্ড সাইজের ছবি পকেট থেকে বের করে চন্দ্রমাধববাবুর নিকট গেলেন। অমিয় ও তাপস দুজনেই ছবিটি দেখতে গেল। কিন্তু তিনকড়িবাবু ছবিটিকে এমন ভাবে আড়াল

করে ধরলেন যে তারা দেখতে সক্ষম হ'ল না। কিন্তু চন্দ্রমাধববাবু ছবিটি দেখার পর মেয়েটিকে চিনেছিলেন ও তাঁর ভাবে ভঙ্গীতে কেমন যেন একটা অস্বস্তি দেখা দিয়েছিল।

তাদের কথার মাঝখানে শীলা ভেতর থেকে এসে জিজ্ঞেস করল, মা জানতে চাইছে তোমাদের বেশী দেরী হবে কিনা।

মিঃ সেন বললেন, না আমাদের হয়ে গেছে, আমরা এবার উঠব।

সাব-ইনস্পেক্টর তিনকড়ি হালদার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, কিন্তু আমি তো এখন উঠব না।

শীলা বলল কি হয়েছে বাবা। ইনি তো দেখছি পুলিশের লোক।

তিনকড়িবাবু বললেন, আমি আসছি পদ্মপুকুর থানা থেকে। এনকোয়ারিতে এসেছি। আজ বিকেলে একটি মেয়ে কার্বলিক এসিড খেয়ে মারা গেছে।

শীলা বলল, সর্বনাশ! কার্বলিক এসিড! কিন্তু কেন খেল বলুন তো?

তিনকড়ি হালদার বললেন, সন্ধ্যা চক্রবর্ত্তীর অর্দ্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটছিল। তারপর ধর্ম্মতলার বড় ডেনষ্টোরটায় একটা চাকরী পায়। হঠাৎ একদিন একটি মহিলা কাষ্টমার তার নামে অভিযোগ করে, ফলে—

শীলা সেন উত্তেজিত ও ব্যাকুল স্বরে বলে ওঠে, মেয়েটি দেখতে কি রকম?

তিনকড়িবাবু বললেন, একেবারে ফোটাফুলের মত দেখতে বয়স তেইশ চব্বিশ, আপনি যদি একটু এদিকে আসেন।

সকলকে আড়াল করে পকেট থেকে সেই ছবিটি বের করে শীলা সেনকে দেখাতেই সে যেন চিনতে পেরে অশ্রুরুদ্ধ অস্ফুট একটু চীৎকার করে দ্রুত ঘর থেকে চলে গেল।

কিন্তু এইখানেই তিনকড়ি হালদারের জেরা শেষ হ'ল না। এরপর সে শীলার ভাবী স্বামী অমিয় বসুকে নিয়ে পড়ল। কিন্তু সন্ধ্যা চক্রবর্ত্তীকে অমিয় বসু চিনতেন না। সন্ধ্যা চক্রবর্ত্তী তখন নাম বদলে হয়েছেন ঝরণা রায়। ঝরণা রায়ের সঙ্গে অমিয় বসুর পরিচয় একটি ম্যাসেজ ক্লিনিকে। পরিচয়ের কিছুদিন পরে ঝরণাকে নিয়ে অমিয় বসু চলে যান ওয়ালটেয়ারে। তিনটি মাস অমিয় বসুকে চন্দ্রমাধব সেনের বাড়ীতে দেখা যায়নি। শিক্ষিত ধনী একটি যুবক এই অমিয় বসুর অপরাধ কতখানি তা তিনকড়ি হালদারের জেরায় প্রকাশ হয়ে পড়েছিল, তারই প্রণয়িনীর সামনে।

চন্দ্রমাধব সেনের একমাত্র পুত্র তাপস সেন মদ্যপ। পথপ্রান্ত থেকে মাতাল অবস্থায় একদিন সে মেয়েটিকে গাড়ীতে তুলেছিল। মেয়েটি তার নাম বলেছিল, রেবা। এই রেবাকে সে এক বস্তিতে ঘর ভাড়া করে রাখে নিজের স্ত্রীর পরিচয়ে। রেবা তাপসকে বিশ্বাস করেছিল, ভালবেসেছিল, । কিন্তু এই ভালবাসার মূল্য তাকে কিভাবে দিতে হবে তা সে জানতনা।

চন্দ্রমাধব সেনের স্ত্রী রমা সেন সন্ধ্যা চক্রবর্ত্তী ওরফে ঝর্ণা রায় ওরফে রেবা সেনের অতি শোচনীয় আত্মহত্যার জন্যে কতখানি দায়ী সাব-ইনস্পেক্টর তিনকড়ি হালদারের তদন্তে জানা যায়।

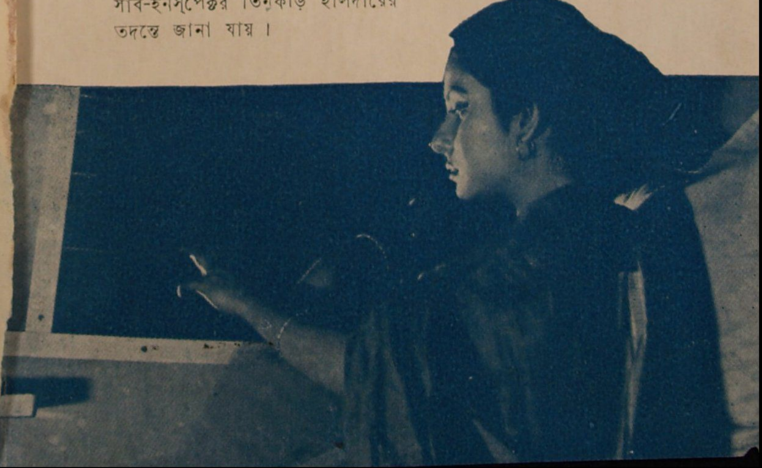

চণ্ডীমাতা ফিল্মসের আগামী উপহার

এস·এম·এন্টারপ্রাইজের· উত্তম·সুপ্রিয়া অভিনীত
ঘন্টা ফটক
পরিচালনা·বিজয় বসু·সঙ্গীত·হেমন্ত মুখার্জী

শ্রীঅরূপ প্রোডাকসন্সের
মণিহার
পরিচালনা · সলিল সেন · সঙ্গীত · হেমন্ত মুখার্জি

সলিল দত্ত প্রযোজিত ও পরিচালিত·উত্তম·সুপ্রিয়া অভিনীত
শুধু একটি বছর
কাহিনী·গৌরীপ্রসন্ন·সঙ্গীত·রবীন চ্যাটার্জী

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের
অভয়া ও শ্রীকান্ত
পরিচালনা · হরিদাস ভট্টাচার্য·প্রে: মালা সিনহা